

আব্বারের মদিনা সফর

জান্নাতুল ফিরদাউস পুস্তক



আমি কাজী যাকারিয়া আবরার। যাকারিয়া আলাইহিস
সালাম নামে আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় একজন নবি ছিলেন। তাঁর
নামের সাথে মিল রেখে বাবা-মা আমার নাম রেখেছেন
যাকারিয়া। আর ‘আবরার’ অর্থ হলো সৎকর্মশীল। বাবা-মা
চান, আমি যেন নবি যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো
আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দা হই।



আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এক ইয়া বড় এরোপ্লেনে চড়ে!
আম্মু শিথিয়েছেন—ত্বয়িরতুন কাবিরাতুন। মানে হলো
একটি বড় বিমান। আকাশের খুব উপর দিয়ে বিমানটা উড়ে
উড়ে যাচ্ছিল। জানালার পাশে মায়ের কোলে বসে আমি সব
দেখছিলাম। কী সুন্দর মেঘের দল উড়ে উড়ে যাচ্ছে! সাদা সাদা
মেঘ। কী সুন্দর তাদের উড়াউড়ি! সেসব দেখতে দেখতে
কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পেলাম না। ঘুম ভাঙতেই দেখি
আমরা মদিনা পৌঁছে গিয়েছি।



হোটলে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে, খাওয়া দাওয়া করে সবাই
দিলাম এক ঘুম। তারপর আর কিছু মনে নেই। ঘুম ভাঙল
মায়ের হাতের স্পর্শে। আম্মু বললেন, ‘তাড়াতাড়ি উঠো,
আবরার। ফযর সালাতের জন্য আমরা আবারও মাসজিদ
আন নববিতে যাব’। তারপর সবাই মিলে আমরা আবারও
চলে এলাম মসজিদে।



আমিষাৰ প্রথম হিজাব

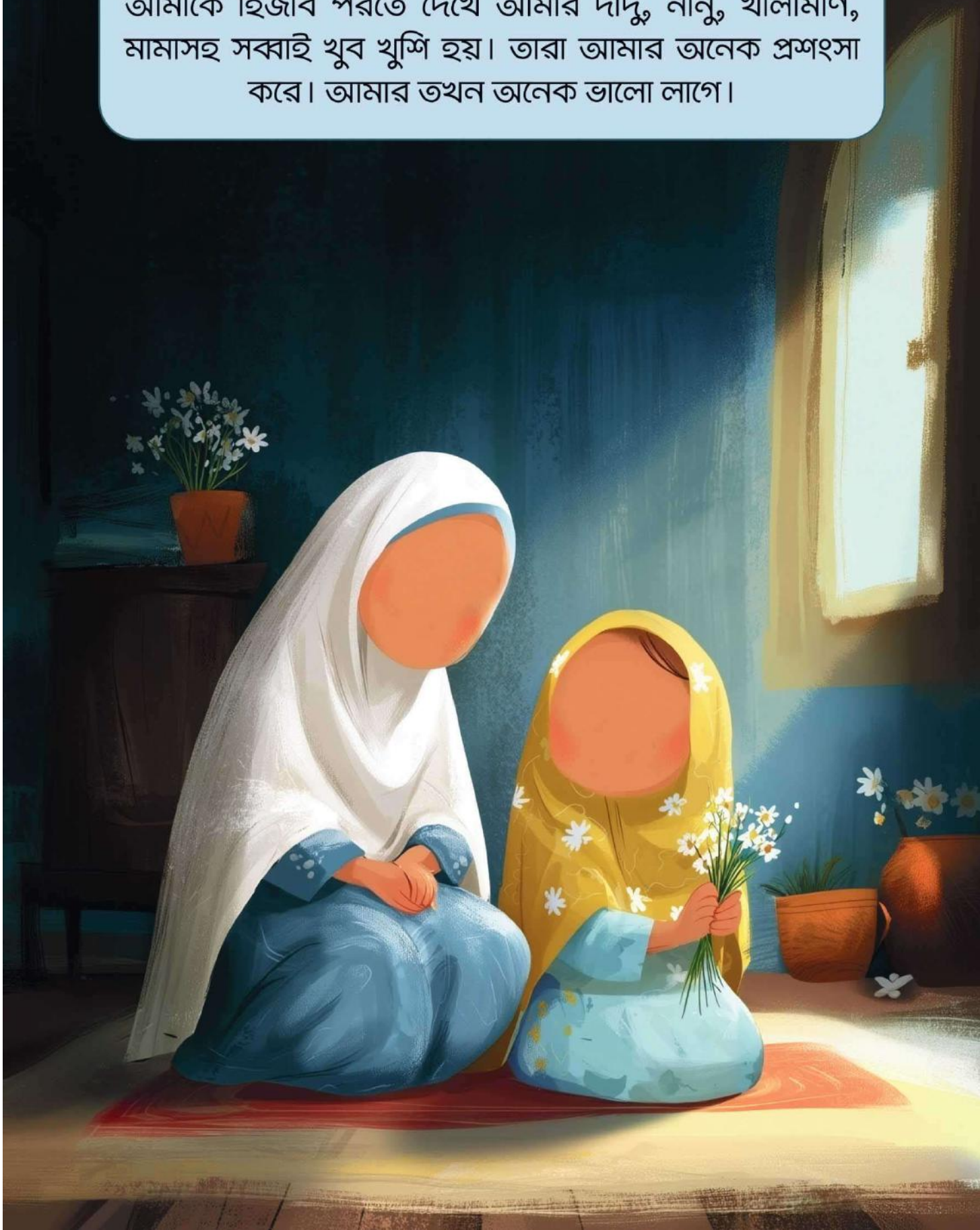
জান্নাতুল ফিরদাউস পুষ্প



মা বলেছেন, হিজাব পরা মানে আল্লাহর কথা মেনে চলা।
আল্লাহর কথা মেনে চললে জান্নাতে যাওয়া যায়। আমি তো
জান্নাতে যেতে চাই, তাই আল্লাহর কথা মেনে আমিও হিজাব
পরি। মা আরও বলেন, হিজাব আমাদেরকে মানুষের খারাপ
দৃষ্টি থেকেও বাঁচায়।



আমাকে হিজাব পরতে দেখে আমার দাদু, নানু, খালামণি,
মামাসহ সবাই খুব খুশি হয়। তারা আমার অনেক প্রশংসা
করে। আমার তখন অনেক ভালো লাগে।



মা বলেছেন, আমাকে একটা ছোট্ট বোরকাও বানিয়ে দেবেন।
তবে তারজন্য আমাকে আরেকটু বড় হতে হবে। বড় হয়ে
গেলে আমি মায়ের মতই কালো নিকাবে নিজেকে একদম
লুকিয়ে ফেলব। কেউ আমাকে চিনবে না। হিহি, খুব মজা হবে
তখন। আল্লাহও খুশি হবেন।



আমাদের কুরবানি

জান্নাতুল ফিরদাউস পুষ্প



আজ আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাব। আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমরা কুরবানি দিয়েছিলাম এই বছর। কুরবানির সেই সুন্দর গল্পটাই আজকে তোমাদের বলব বলে ঠিক করেছি।



বাবা কোমল গলায় বললেন, ‘তোমরা তো নবি ইবরাহিম
আলাইহিস সালামের গল্পটা জানো, তাই না? ওই যে, আল্লাহ
যাকে আদেশ করেছিলেন নিজের প্রিয় সন্তানকে কুরবানি করার
জন্য। আল্লাহর আদেশ পেয়েই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর
কাছে নিজের সন্তানের চেয়েও অনেক বড় ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি।’



মা সেদিন আমাকে আর আয়িশাকে খুব আদর করলেন। আমাদের সালামিও দিলেন। মা বললেন, ‘নিজের পছন্দের জিনিসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দেওয়াই হলো কুরবানি। গোশত, হাড় বা রক্ত তো আল্লাহর কাছে যায় না, আল্লাহর কাছে যায় আমাদের তাকওয়া। আমরা মন থেকে কুরবানি করেছি কি না সেটাই আল্লাহ দেখেন।’



আমিষার সাদকাহ

জান্নাতুল ফিরদাউস পুষ্প



আমার নাম আবরার। আমার একটা ছোট্ট মিস্টি বোন আছে।
তার নাম আয়িশা। আয়িশাকে আমি অনেক ভালোবাসি।
একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, আয়িশা আমার পাশে বসে
‘মাম্ম মমম’ আওয়াজ করে বিস্কুট খাচ্ছে। চকো বিস্কুট
আমার খুবই প্রিয় আর আয়িশা সেটাই বসে বসে খাচ্ছিল।



দুপুরবেলায় আমি বারান্দায় বসে খেলছিলাম। খুব গরম পড়েছে, তাই আম্মু আমাদের জন্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লেবুর শরবত নিয়ে এলেন। আম্মুর হাতের লেবুর শরবত খেতে খুব মজা হয়। আমরা খেলা রেখেই শরবত খেতে লাগলাম।



আঙ্কেলটির জন্য আমার খুব মায়া হলো। আব্বুকে বলে আমি আঙ্কেল থেকে একটি গল্পের বই কিনলাম। আব্বু উনাকে কিছু টাকা বেশি দিলেন আর বললেন—এটা দিয়ে যেন উনি বাজার করেন। আঙ্কেল অনেক খুশি হলেন। আমারও খুব ভালো লাগল।



আব্বারের দাদিবোডি প্রমণ

জান্নাতুল ফিরদাউস পুষ্প



আমি আবরার। আমার বয়স চার বছর। আমার ছোট বোন
আয়িশা। আয়িশার বয়স দুই বছর। আমরা দুজনে একসাথে
খেলতে, একসাথে পড়তে ভালোবাসি। তবে সবচেয়ে বেশি
ভালোবাসি দাদুবাড়ি বেড়াতে যেতে। এবার হুঁদের দুইদিন আগে
বাবা বললেন, আমরা নাকি সেদিনই দাদুবাড়ি যাব। আমার যে
কী আনন্দ হলো! আমি তাড়াতাড়ি আমার প্রিয় লাল গাড়ি,
গল্পের বই আর ছোট কুরআন ব্যাগে ভরে নিলাম।



পরেরদিন সকালবেলা আমরা সবাই ছাদে গেলাম। আমি, আব্বু, এনামুল চাচ্ছু, নাজমুল চাচ্ছু আর নুজাইফা। ওমা, ছাদে গিয়ে তো আমার চোখ ছানাবড়া! কী সুন্দর শাদা শাদা কবুতর! গুনে দেখলাম চারটা কবুতর বসে আছে ছাদের রেলিংয়ে। এনামুল চাচ্ছু আমাকে কবুতরের বাসার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি কবুতরের ছানাও আছে। তারা ডাকছে চিউ চিউ করে।



গল্পের আসরে আরও অনেক অনেক মজা হলো। দাদীও
আমাদের গল্প শুনালেন। চাচি বই পড়ে শোনালেন সবাইকে।

